সূচিপত্র

প্রভাতের আলো উদ্ভাসিত হলো... ¦ ০৯

কথা ভুলে যাওয়া ব্যক্তিরা (আমল থেকে) বিরত থাকে ¦ ১০

আসন্ন প্রভাতের আহ্বান ¦ ১১

ভূমিকা ¦ ১৩

কেন লেখা হলো এই পুস্তিকা? ¦ ১৭

পাঁচ পঞ্চায়েত ¦ ১৯

যন্ত্রণার পঞ্চায়েত-২১

১. গুনাহের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে জানা ¦ ২৩

২. সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ¦ ২৫

৩. আল্লাহর সামনে নতি স্বীকার বিজয়ের চাবিকাঠি ¦ ২৬

৪. যে আঘাত আপনাকে মেরে ফেলে না, তা আপনাকে শক্তিশালী করে ¦ ২৭

৫. শাহাদাত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক ¦ ২৮

আশার পঞ্চায়েত-২৯

১. কুফরের সাথে জুলুম ধ্বংসাত্মক ¦ ২৯

২. আল্লাহর বপন ফলদায়ক ¦ ৩৩

৩. আমাদের বিজয় লাওহে মাহফুজে ¦ ৩৪

৪. ইমান অনুযায়ী বিশ্বাস ¦ ৩৮

৫. আমি তা মানুষের মাঝে পরিবর্তন করে থাকি ¦ ৩৯

সুনানের পঞ্চায়েত-৪১

১. সত্য মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় ¦ ৪১

২. পরীক্ষা ছাড়া কেউ তামকিন অর্জন করতে পারে না ¦ ৪৫

৩. নিরাশা ও সাহায্য একে অপরের সাথি ¦ ৫১

৪. এক সাহায্য অপর সাহায্যের দিকে ধাবিত করে ¦ ৫৩

৫. যতক্ষণ না তারা নিজেদের পরিবর্তন করে ¦ ৫৬

আমলের পঞ্চায়েত-৬১

كن صامدا (আপনি দৃঢ়প্রত্যয়ী হোন) ¦ ৬৬

১. নেককার হোন ¦ ৬৭

২. আদেশকারী হয়ে যান ¦ ৮০

৩. আল্লাহর পথে ব্যয়কারী হোন ¦ ৯০

পাঁচটি অনুপ্রেরণা ¦ ৯১

১. ইসলামের অনুপ্রেরণা ¦ ৯১

২. ইমানের অনুপ্রেরণা ¦ ৯২

৩. ভ্রাতৃত্বের অনুপ্রেরণা ¦ ৯৩

৪. প্রতিবেশীর অনুপ্রেরণা ¦ ৯৪
৫. পুরুষত্বের অনুপ্রেরণা ¦ ৯৫
৪. দুআকারী বান্দা হোন ¦ ৯৯
৫. আপনি প্রথম হোন ¦ ১০৬

হিম্মতের পঞ্চায়েত–১১১

১. উমর বিন আব্দুল আজিজ ও আশান্বিত নফস ¦ ১১২
২. ভয়কে জয়কারী সাইফুদ্দিন কুতজ ¦ ১১৭
৩. সর্বোত্তম মৃত সালাহুদ্দিন ¦ ১২৪
৪. শহিদ মুজাদ্দিদ আল-বান্না ¦ ১২৮
৫. দুর্বলতাকে জয়কারী শাইখ আহমাদ ইয়াসিন ¦ ১৪০
পালা এখন আপনার?! ¦ ১৪৩
সর্বোত্তম সমাপ্তি হলো দুআ ¦ ১৪৪

প্রভাতের আলো উদ্ভাসিত হলো...

بنو الإنسان ينتظرون فجرا * بليل الظلم يخترق الضبابا

وقد لاحت أشعته ضياء * بشائره قد انطلقت شهابا

غدا تمشي الجموع على هداه * ونور الله يحدوها ركابا

'মানবসন্তান অন্ধকার রাতে এমন এক ভোরের অপেক্ষা করছে, যা কুয়াশা বিদীর্ণ করবে। যার রশ্মি উজ্জ্বল হয়ে উদ্ভাসিত হবে। এবং যার সুসংবাদ উল্কা বেগে ছড়িয়ে পড়বে। আগামীকাল সকলে তার আলোতে পথ চলবে। আর আল্লাহ-প্রদত্ত আলো বাহনরূপে তাদের চালিয়ে নেবে।'

কথা ভুলে যাওয়া ব্যক্তিরা (আমল থেকে) বিরত থাকে

রাসুল ﷺ বলেন :

> وَيْلٌ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ، وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
>
> 'ধ্বংস তাদের জন্য, যারা কথা ভুলে যায়। ধ্বংস তাদের জন্যও, যারা জ্ঞাতসারে বারবার অন্যায় কাজ করতে থাকে।'[১]

কারণ, উপদেশবাণী তাদের এক কান দিয়ে প্রবেশ করে অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যায়, যেমনিভাবে শরাব চুঙ্গির এক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে অন্য প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে যায়। ফলে কল্যাণ, শিক্ষা, আমল বা উপদেশ তাদের মাঝে স্থির হয় না। এমনই যার বৈশিষ্ট্য, তার অধ্যয়ন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না আর এ ব্যাপারে সে কষ্টও স্বীকার করে না।

---

১. মুসনাদু আহমাদ : ৬৫৪১, আল-আদাবুল মুফরাদ : ৩৮০।

আসন্ন প্রভাতের আহ্বান

আমি কার সাথে সাক্ষাৎ করব?!

আমি কি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করব, যাদের রাত কাটে নিদ্রায় বিভোর হয়ে...

দিন কাটে উদাসীনতায়...

কল্যাণের পথ থেকে যারা সব সময় নিখোঁজ!

আমি যদি সাক্ষাৎ করি, তবে সাক্ষাৎ করব শুধু সাহাবিদের মতো মহান সালাফের সাথে—যাঁরা আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান, প্রিয় নবিজির নির্দেশ পালনে অটুট যাদের মন। আমি সাক্ষাৎ করব এমন সুমহান ব্যক্তিদের মতো মানুষের সাথে।

যাদের চিন্তা হলো রব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জন।

যাদের মুখের ভাষা হলো জিকির, তাসবিহ এবং কুরআনুল কারিম।

যাদের রাত হলো বিনয়ী লোকদের প্রবাহিত অশ্রুতে সিক্ত।

আমাকে তিরস্কার করো না; কেননা, আমি পিছিয়ে পড়িনি।

কিন্তু পিছিয়ে রয়েছে তোমাদের থেকে স্পষ্ট বিজয়।

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع طريقه وجاهد جهاده إلى يوم الدين

পর-সমাচার,

এটি হলো আল-ফাজরুল কাদিম পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণে কিছু সংযোজন ও সংশোধন করা হয়েছে, যা বইয়ের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের প্রতি দিক-নির্দেশনা দেয়। ফলে তা তার নামসহ কিছুটা দীর্ঘায়িত হয়েছে।

বিষয়বস্তু : এই পর্বে মুসলিম যুবকদের কর্ম ও দায়িত্বের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে অধিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাথে সাথে আরও কিছু দায়িত্বের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যা আগের পুস্তিকাটিতে ছিল না। আর অতিরিক্ত এ বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে 'খুমাসিয়্যাতুল আমল' বা 'পঞ্চ আমল' শিরোনামে।

যেমনিভাবে আমি নতুন আরেকটি পঞ্চায়েত উল্লেখ করেছি। আর তা হলো, 'খুমাসিয়্যাতুল হিমাম'। যেন এমন কিছু বাস্তব উদাহরণ পেশ করতে পারি, যা অবগত হয়ে কঠিন ও দুর্যোগপূর্ণ সময়ে ইসলামের বিজয়কে ত্বরান্বিত করা যায়। আর যেন এগুলো দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে এবং তা অনুসরণের প্রতি আহ্বান করে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : এখানে শুধু মানসিক পরাজয় ও হতাশা থেকে মুক্তিই উদ্দেশ্য নয়। বরং মানুষের মাঝে সাহসিকতা, সংকল্প ও অনুপ্রেরণার শক্তি

সঞ্চারিত করাও উদ্দেশ্য। যেন এর মাধ্যমে হৃদয়ে উচ্চ মনোবল জাগ্রত হয়। আর এই মনোবল তাকে অক্লান্ত পরিশ্রমের দিকে ধাবিত করে।

কিতাবের নাম : আমরাই গড়ব আগামীর পৃথিবী। এর মাধ্যমে ইশারা করা হয়েছে যে, এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন কিছু কারিগরের প্রতি মুখাপেক্ষী। আর এই কারিগরগণ একতাবদ্ধ, পরস্পর সহযোগী এবং সমাজবদ্ধ। প্রত্যেকেই পরিশ্রমের বীজ বপন করে যাচ্ছে; যেন এই আন্দোলন ও গঠনে সকলেই শামিল থাকতে পারে।

আমি এমন নাম রাখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি বর্তমান যুবকদের হৃদয়ে আঘাতকারী আফসোস দেখে। শয়তান এসব আফসোসকে তাদের হৃদয়ে হতাশায় রূপান্তরিত করেছে এবং সাধারণভাবে অনুপকারী তিক্ত ফলে পরিণত করেছে। যদিও এগুলো অনেক সময় ক্ষতিকর নয়। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে এগুলো অনুভূতিতে বোকামি তৈরি করে। অনেকে নিজের পাশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিপর্যয় থেকে বিমুখ থাকার কারণে পার্শ্ববর্তী এ ব্যাপারগুলোর পরোয়া করে না।

হে যুব-সমাজ, উম্মাহর ক্ষত-বিক্ষত ইতিহাসের এই ক্লান্তিলগ্নে আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন; যেন তিনি আমাদের পরীক্ষা করতে পারেন এবং আমাদের ইমান ও দৃঢ়তাকে যাচাই করতে পারেন। এখন সময় মাজলুম উম্মাহর ডাকে সাড়া দেওয়ার। এখন সুযোগ বিশাল দায়িত্ব পালনের। পূর্ববর্তী লোকেরা বলতেন, 'সবচেয়ে বড় ক্ষতির বিষয় হলো, সুযোগ হাতছাড়া করা। এই মহৎ কাজে শামিল হওয়া শুধু কারও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নয়; বরং এটি বর্তমানে উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের জন্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে; চাই আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক যত দূরের হোক বা কাছের হোক।

এই পুস্তিকায় যাদের সম্বোধন করা হয়েছে :

- সংশোধনকারীদের প্রতি : যারা যুবকদের হৃদয় থেকে নিরাশার শেকড় উপড়ে ফেলে আশার বীজ বপন করবেন। তাদের হৃদয়ে এই বিশ্বাস জন্মাবেন যে, দ্বীনের বিজয় সুনিশ্চিত; যদিও অপরাধীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে চলেছে এবং কাফিরদের ঔদ্ধত্য চরম আকার ধারণ করেছে।

- নেককারদের প্রতি : যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে ইবাদতের গুহায় পড়ে আছেন এবং মনে করছেন যে, দ্বীন হলো দুই ফোঁটা অশ্রু প্রবাহের সাথে দুই রাকআত সালাত আদায় অথবা প্রত্যেক মৌসুমে বা দুই মৌসুমে একবার সদাকা বের করা অথবা যারা নিজেদের আত্মশুদ্ধির কাজে মশগুল থাকাকে যথেষ্ট ভাবছেন। তারা সমাজ পরিবর্তনের যেকোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই এসব কর্মের মাধ্যমে নাজাত পাবে বলে ধারণা করছেন।

- অবাধ্য শ্রেণির প্রতি : যারা আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছে। আমি এই পুস্তিকার মাধ্যমে তাদেরকেও উদ্দেশ্য করেছি। কারণ, এরা তখনই উচ্চ হিম্মত ও উচ্চ আশা পোষণ করবে, যখন তারা মহান উদ্দেশ্যের সংস্পর্শ পাবে। আর এই উদ্দেশ্য হবে তাদের নোংরা উদ্দেশ্যের বিকল্প। বর্তমানে তাদের কারও আশা কোনো সুন্দরী তরুণীর সাক্ষাৎ কিংবা প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে রাত জাগরণ। যার হৃদয় উচ্চ মনোবল ও বড় লক্ষ্যের মাধ্যমে উন্নত হবে, সে পরিশুদ্ধ হতে পারবে। তবে পার্থিব বিপদাপদের সম্মুখীন তো অনিবার্য।

এই পুস্তিকাটি আগুনের কয়লার মতো। আমি জান্নাতের বাগিচা থেকে কুড়িয়ে নেওয়া কোনো কলম দিয়ে তা রচনা করিনি; বরং জাহান্নামের লাকড়ির টুকরো দিয়ে তা রচনা করেছি। এর বাক্যগুলো প্রচণ্ডভাবে শিখায়িত হচ্ছে। যেন তা বর্তমান উৎসুক প্রজন্মের হৃদয়ে অগ্নি শিখায়িত করে। বরং যার মাঝেই সামান্য পুরুষত্ব বাকি আছে এবং যার মাঝেই উন্নত চরিত্র বাকি আছে, বাক্যগুলো তার মাঝেও অগ্নি শিখায়িত করবে। আমি কিতাবের প্রতিটি পৃষ্ঠায় আপনাদের জন্য সাহসিকতা ও দৃঢ়তার বাণী খুঁজে পাচ্ছি। আমি এখানে আপনাদের জন্য আল্লাহর কিতাবের আয়াত, তাঁর নবির হাদিস এবং তারপর কবিদের কবিতা, বক্তাদের উপদেশ ও সাহিত্যিকদের অলংকারসজ্জিত বাক্যাবলি উল্লেখ করেছি। আর এ সবকিছু আমি আপনাদের জন্য একটি নলে জড়ো করেছি। সুতরাং এই কিতাবের মাধ্যমে আমার রবের কাছে আমার আশা হলো, তাঁর বাক্যাবলির আদ্রতা হৃদয়ের ওপর সেভাবে প্রভাব বিস্তার করবে, যেভাবে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির মাঝে পানি প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং এই কিতাবটি তাদের মাঝে আশার আলো সঞ্চারিত করবে, হিম্মতকে জাগিয়ে তুলবে, সংকল্পকে দৃঢ় করবে এবং সাথে সাথে এই দ্বীনের বিজয় এবং দ্বীনকে বিশ্বের মাঝে সমুন্নত

করতে কয়েকগুণ বেশি কর্মের দিকে ধাবিত করবে। আর তখন দ্বীন বিজয়ের পথ সংক্ষিপ্ত ও অধিক নিকটবর্তী হবে।

এই কিতাবের বাক্যগুলো প্রবাহিত হয়েছে আমার অন্তর থেকে এবং তার বাক্যগুলোর মিশ্রণ ঘটেছে আমার হৃদয়ের ক্ষতের সাথে। আর কথার প্রভাবকে আপনারা ছোট করে দেখবেন না। কেননা, সর্বপ্রথম কাজই হলো কথা। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেন :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

'আর (তাদের) বলুন, "তোমরা আমল করতে থাকো। অচিরেই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন এবং তাঁর রাসুল ও মুমিনগণও (দেখবেন)।"'[২]

আল্লাহ তাআলা আমল তথা কাজের আগে কথা দিয়ে শুরু করেছেন। তিনি নবিজি ﷺ-কে বলতে আদেশ করেছেন। এরপর সাহাবিগণ আমল, জিহাদ ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে এ ডাকে সাড়া দিয়েছেন। সুতরাং হে আল্লাহ, আমার কথাকে শ্রবণযোগ্য বানিয়ে দিন এবং মানুষের নিকট তা গ্রহণযোগ্য করুন। এরপর আমার দুর্বলতা, ত্রুটি, গুনাহ ও বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও প্রত্যেক পাঠককে তার ওপর আমলকারী বানিয়ে দিন। হে রব্বুল আলামিন, আপনি আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন। আল্লাহুম্মা আমিন!

ড. খালিদ আবু শাদি

২. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১০৫।

কেন লেখা হলো এই পুস্তিকা?

- ❖ যেন মানুষের হৃদয় থেকে হতাশা দূর হয়ে যায়। এমন প্রজন্ম থেকে কীভাবে বিজয়ের আশা করা যায়, যখন তাদের হৃদয় হতাশা ও নিরাশার কালো ছায়ায় ছেয়ে আছে? এমন প্রজন্ম তো উদ্দেশ্যহীন, দ্বিধান্বিত এবং দূষিত চিন্তার অধিকারী। ময়দানে প্রবেশের পূর্বেই তারা পরাজিত হয়েছে এবং অস্ত্র ধারণের আগেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর আমাদের শত্রুরা তো এটাই চায় যে, আমরা মানসিকভাবে পরাজিত হয়ে থাকি। এতে তারা প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত ও দুর্বল-শক্তিহীন পাবে। নেকড়ে বকরিকে আক্রমণ করলে যেমন পরিস্থিতি হয়, মানসিক পরাজয়ের শিকার ব্যক্তির অবস্থাও তেমন হয়ে যায়। সে শত্রুর সামনে আত্মসমর্পণ করে; ফলে শত্রু নেকড়ের ন্যায় তাকে এক থাবায় খেয়ে ফেলে।

- ❖ যেন আপনাদের বহুল প্রতীক্ষিত বিজয়-প্রভাতের আগমন খুব ত্বরান্বিত হয়। আর আগন্তুক তার মূল্যায়নের ভিত্তিতে আগমন করে। যেন আপনারা বিজয়-প্রভাতকে ত্বরান্বিত করার কাজে শামিল হতে পারেন এবং অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এবং হতাশার গভীরতা থেকে বের হওয়ার পরিকল্পনায় শামিল হতে পারেন। যে ব্যক্তি বিজয়ের পর তা উপভোগ করে এবং যে তা অর্জনে শরিক হয়, তার মাঝে কতই না পার্থক্য!

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

'তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে, তারা (অন্যদের) সমান নয়। মর্যাদায় এরা তাদের চেয়ে বড়, যারা (তার) পরে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ (এদের) প্রত্যেককে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তার খবর রাখেন।'[৩]

❖ বাগদাদ ও আল-কুদসের মতো বন্দীরা মুক্তির আশায় তোমাদের কঠিন সাধনা ও ধারাবাহিক কর্মসূচির দিকে তাকিয়ে আছে। হে যুবসমাজ, তোমরা ব্যতীত কে তাদের উদ্ধার করবে? ওহে দৃঢ় সংকল্পে সত্যবাদী এবং বিশুদ্ধ নিয়তের অধিকারী, ময়দানের চূড়ান্ত ফলাফলের ব্যাপারে জেনে নাও। যুদ্ধ যতই কঠিন হোক এবং যতই রক্ত প্রবাহিত হোক আল্লাহ চাহেন তো বিজয় আমাদের আসবেই।

৩. সূরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ১০।

পাঁচ পঞ্চায়েত

রোগ নির্ণয় এবং তারপর রোগের ওষুধ নির্ধারণে এই পুস্তিকায় পাঁচ পঞ্চায়েত পেশ করা হয়েছে :

১. যন্ত্রণার পঞ্চায়েত : এখানে পাঁচটি দরস উল্লেখ করা হয়েছে, যা গৃহীত হয়েছে কাজের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে। এই উম্মাহর জীবনবৃক্ষ সিঞ্চিত হয় তার চারপাশে বয়ে যাওয়া রক্তের মাধ্যমে। উম্মাহর জীবন তার মরণ থেকেই জেগে ওঠে। যন্ত্রণার তীব্রতা থেকে তার আশা ফুটে ওঠে।

২. আশার পঞ্চায়েত : এগুলো হলো পাঁচটি শিখা, যা হৃদয়ে সংকল্পের বাতি প্রজ্বলিত করে, যেন তা কর্মের শক্তি জোগান দিতে পারে এবং নিরাশার অন্ধকারকে দূর করতে পারে।

৩. সুনানের পঞ্চায়েত : বিজয়, তামকিনের পাঁচটি সুন্নাহ। আমাদেরকে এগুলো ভালোভাবে মুখস্থ করতে হবে এবং সমকক্ষীয় লোকদের মাঝে তা আলোচনা করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই এই সুন্নাতগুলো ফলো করতে হবে; যেন আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হয়।

৪. আমলের পঞ্চায়েত : প্রিয় পাঠক, পাঁচটি আমল আপনাকে দর্শকের স্থান থেকে পরিবর্তনশীলদের ময়দানে নিয়ে যাবে এবং প্রভাবিত হওয়ার স্থান থেকে প্রভাবশালীর অবস্থানে নিয়ে যাবে। আপনি যন্ত্রণার সাগর অতিক্রম ও আশার ব্যাপারে সুসংবাদ গ্রহণ এবং সুন্নাতের প্রতিযোগিতা করতে পারবেন না, যতক্ষণ না এর পূর্বে সরাসরি আমল করবেন। পাঁচ পঞ্চায়েতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এটি, অথবা অন্যান্য সকল বিষয়ের জন্য এটি হলো চাবি।

৫. হিম্মতের পঞ্চায়েত : এটি পাঁচ পঞ্চায়েতের পঞ্চম নম্বর, যেখানে পাঁচটি চমৎকার কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে; যার মাধ্যমে আপনার অন্তর্দৃষ্টি উচ্চতার দিকে ধাবিত হবে। এরপর উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে কর্ম অন্তর্দৃষ্টিকে ফলো করবে।

যন্ত্রণার পঞ্চায়েত

মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেকের মনেই একটি প্রশ্ন :

কেন আমরা পরাজিত হচ্ছি? আমরা পরাজিত হচ্ছি, আর ইসলামের শত্রুরা বিজয়ী হচ্ছে এবং নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে?! আমাদের ভাগ্যে কি এটাই লেখা রয়েছে যে, আমরা ভেড়ার মতো জবাই হতে থাকব, আমাদেরকে গোলামের মতো বন্দী করা হবে এবং আমরা লাঞ্ছনার ঢোক গলাধঃকরণ করতে থাকব!? আর আমাদের ওপর ইহুদিরা বিজয়ী হবে!? জালিমরা আমাদের শাসন করবে?! বিশৃঙ্খলাকারীরা আমাদের বিপ্লবগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?! আমাদের তাকদিরে কি এটাই লিখিত রয়েছে যে, আমাদের টুকরো টুকরো করে ভক্ষণ করা হবে এবং এক এক সম্প্রদায় করে আমাদের নিঃশেষ করে দেওয়া হবে?!

প্রিয় ভাইয়েরা, পঙ্গপাল আমাদের শস্য খেয়ে ফেলেছে। তাতাররা আমাদের ভূমিগুলো মাড়িয়েছে। আমাদের চোখের সামনেই আমাদের অঙ্গগুলো ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। উম্মাহ একতার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং পুনরায় একতাবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং বিচ্ছিন্ন হওয়া একটি শিআর বা নিদর্শন। বিপদ দুর্ভাগ্যজনকভাবে চোখের পাতা ছিনিয়ে নিয়েছে, দেহের শক্তি নষ্ট করে দিয়েছে। বিবেক আহত, অশ্রুজল প্রবাহিত, শক্তি নিঃশেষিত এবং চিকিৎসার পথও বন্ধ। সুতরাং আজ এমন একজন মুখলিস বান্দা দরকার, যিনি হৃদয়ের দহন থেকে লিখবেন। উচ্চাভিলাষী একটি সত্তার প্রয়োজন। এমন চক্ষুর প্রয়োজন, যা অশ্রুসিক্ত হওয়ার পর দৃষ্টি ফেরাবে। এমন বক্ষের প্রয়োজন, যা কষ্টের জন্য ভাঁজ করা হবে। বিপদের আগমন নিশ্চিত এবং আমাদের থেকে আনন্দ হারিয়ে যাচ্ছে। এমনকি আমাদের ব্যাপারে আন্দালুসের কবির এ কথা সত্যই বটে! তিনি আমাদের এবং তার অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন :

ما بال شمل المسلمين مبدد فيها ** وشمل الضد غير مبدد

ماذا اعتذاركم غدا لنبيكم ** وطريق هذا العذر غير ممهد

إن قال لم فرطتم في أمتي ** وتركتموهم للعدو المعتدي

تالله لو أن العقوبة لم تخف ** لكفى الحيا من وجه ذاك السيد

'মুসলিমদের একতার কী হলো যে, এ ক্ষেত্রে তারা বিচ্ছিন্ন এবং তাদের প্রতিপক্ষ একতাবদ্ধ! আগামীকাল তোমরা তোমাদের নবির সামনে কী ওজর পেশ করবে? ওজর পেশ করার তো কোনো রাস্তা নেই। যদি তিনি বলেন, "কেন আমার উম্মতের ব্যাপারে তোমরা অবহেলা করলে এবং তাদেরকে আগ্রাসী শত্রুর হাতে ছেড়ে দিলে?" আল্লাহর শপথ, যদি শাস্তির ভয় দেখানো না হতো, তাহলে সে মহান সর্দারের মুখোমুখি হওয়ার লজ্জাই যথেষ্ট হতো।'

প্রতিদিন, বরং প্রতিটি ঘণ্টায় আমাদের নিকট এমন সংবাদ আসছে, যা একজন শিশুকে বার্ধক্যে পৌঁছিয়ে দেওয়ার মতো। এমন মুসিবতের আওয়াজ আমাদের কর্ণে আঘাত হানছে, তাতে লৌহ পর্যন্ত বিগলিত হবে। সুতরাং আর কত দীর্ঘশ্বাস ফেলব আমরা! আর কত দগ্ধ হব অনুশোচনা ও অস্থিরতার দহনে!

(আমাদের অবমাননাকর পরিস্থিতি) শুধু এখানেই সমাপ্ত নয়। বরং দীর্ঘ সময় যাবৎ সকল জাতির সর্দার হওয়ার পরও আজ আমরা সবার মাঝে সর্বাধিক অপদস্থ! আল্লাহ তাআলা চাচ্ছেন, আমরা উচ্চতা অর্জন করি; মানুষের সামনে সর্বশেষ বার্তা সুন্দরভাবে তুলে ধরি। কিন্তু আমরা এই বার্তায় বিকৃতি ঘটিয়েছি এবং আমাদের কর্মের মাধ্যমে তা কলুষিত করেছি। অথচ আমাদের হওয়া দরকার ছিল ইলাহি হিদায়াতের দূত। বর্তমান বিশ্ব আমাদের পশ্চাদ্‌গামিতা আর কাপুরুষতাই প্রত্যক্ষ করছে। আমাদের জবান মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকে ঠিকই; কিন্তু আমাদের কর্ম তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা প্রদান করে। আমাদের জবান তাদের বলে, এগিয়ে এসো। আর আমাদের কর্ম তাদের বলে, পিছিয়ে যাও। এই কি সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের বের করা হয়েছে?! কখনোই নয়, আল্লাহর শপথ!